রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৪ সনের ২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১১, ২০২৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯—১৫
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৯—৪৮
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১—৩৯
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/০৫ ডিসেম্বর ২০২৩

নং ০৩.৭৫৯.০১৪.৩১.০০.০৩৫.২০১৫(অংশ-১)-৩৯০৪— গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর ও কালিয়াকৈর উপজেলায় ৩৫.০০৭৭ (পয়ত্রিশ দশমিক শূন্য শূন্য সাত সাত) একর জমিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ৭০-আইন/২০১৭, তারিখ : ৫ এপ্রিল ২০১৭ এর মাধ্যমে ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল "বে ইকোনমিক জোন লিমিটেড"-এ ৪.৫৬১২৫ (চার দশমিক পাঁচ ছয় এক দুই পাঁচ) একর জমি অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে জনাব জিয়াউর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বে ইকোনোমিক জোন লিঃ, ২১ হাজারিবাগ, ঢাকা-১২০৯ এর নিজস্ব মালিকানাধীন নিম্নবর্ণিত জমির তফসিলসহ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করেছেন। বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৭ (১) ও ৫(২) মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত তাদের মালিকানাধীন ৪.৫৬১২৫ একর জমি উক্ত বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত হলে তদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এমন কোনো ব্যক্তি অথবা বর্ণিত জমি কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে দায়বদ্ধ থাকলে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সচিব, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিনিয়োগ ভবন (৭ম, ৮ম, ৯ম তলা), ই-৬/বি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় মতামত দাখিল করতে পারবেন। উক্ত স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের/সম্প্রসারণের জন্য অনুমোদিত মাষ্টারপ্ল্যান অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে ভূমি উন্নয়নসহ শিল্প কারখানা স্থাপন করা হবে। এতদ্ব্যতীত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, পানি শোধনাগার, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ETP) স্থাপন করা হবে।

তফসিল-১

জেলা : গাজীপুর, উপজেলা : কালিয়াকৈর, মৌজা : কৌচাকুড়ি, জেএল নং : সাবেক ৪১৪ বর্তমান ১৬২।

আর.এস. নং/মিউটেশন নং : ৭৬, ৪৯৭, ৫৪৩, ৬০, ৭২৩।

আর.এস দাগ নং : ৩৬২০, ৩৬৩৪, ৩৬৩৬, ৩৬৪৪, ৩৬৫১, ৩৬৬৮।

মোট দাগ : ৬ টি।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান (উপসচিব) উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

চৌহদ্দি : উত্তরে : **জুলু মাতবর, চান্দা ও সলিম উদ্দীন, দক্ষিণে : গেদি বিবি ও বেলাল উদ্দীন, পশ্চিমে : হায়েত আলী মেম্বার, আজগর ও হাজী কাউস মিয়া গং, পূর্বে : হাতিঘাস, বাঘিয়া ও মিরপুর মৌজা।**

দলিল নং ও তারিখ : ৫৩৬৩/১৩-০৬-২০১৯, ১১৬৬/১৮-১০-২০২২, ৯৫৫৫/০৪-১০-২০১৮, ১০১৮৭/২৫-১০-২০১৮, ১২৩৯৬/২৩-১২-২০১৮।

জমির পরিমাণ : ৪.২৩৫০ (চার দশমিক দুই তিন পাঁচ শুন্য) একর।

তফসিল-২

জেলা : গাজীপুর, উপজেলা : গাজীপুর সদর, মৌজা : মিরপুর, জেএল নং : সাবেক ৫৩৬ বর্তমান ৫১।

আর.এস. মিউটেশন খতিয়ান নং : ২৮৩।

আর.এস দাগ নং : ৩৩৫, ৩৩৭।

মোট দাগ : ০২ টি।

চৌহদ্দি : উত্তরে : বে ইকোনমিক জোন, দক্ষিণে : ঢাকা-টাঙ্গাইল হাইওয়ে, পশ্চিমে : সিরাজ মিয়া গং, পূর্বে : আরিফ নিয়াজী গং।

দলিল নং ও তারিখ : ৭৪৫১/২৮-১০-২০২০।

জমির পরিমাণ : ০.৩২৬২৫ (শূন্য দশমিক তিন দুই ছয় দুই পাঁচ) একর।

মোট জমির পরিমাণ : (৪.২৩০+০.৩২৬২৫)=৪.৫৬১২৫ (চার দশমিক পাঁচ ছয় এক দুই পাঁচ) একর।

মোঃ খায়রুল হাসান
সচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/১৯ নভেম্বর ২০২৩

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৫.২৩-২৪৭**—যেহেতু, জনাব মোঃ তায়জুল ইসলাম (৮১৪৮৯০০৩), উপজেলা নির্বাচন অফিসার, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ, প্রাক্তন কার্যালয় : মহম্মদপুর, মাগুরায় কর্মরত থাকাকালে তার বিরুদ্ধে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন বাবদ অবৈধ অর্থ গ্রহণ এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে বাইরের ব্যক্তির সহায়তায় অফিস কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ উত্থাপিত হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা উদঘাটনের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, তার এহেন কার্যকলাপ শৃঙ্খলার পরিপন্থি হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ০৭/২০২৩ রুজু করা হয়;

যেহেতু, বিধি মোতাবেক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠন করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে ১৬-০৭-২০২৩ তারিখে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন;

যেহেতু, ১৭-০৮-২০২৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব ও শুনানিতে অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এবং উক্ত বিধিমালার বিধানানুসারে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, নথি ও তৎসংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য পর্যালোচনাপূর্বক সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ তায়জুল ইসলাম (৮১৪৮৯০০৩), উপজেলা নির্বাচন অফিসার, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ (প্রাক্তন কার্যালয় : মহম্মদপুর, মাগুরা) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক ২০২৪ ও ২০২৫ সালের জন্য তার "বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি এ সময়ের বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। একই সাথে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-০৭/২০২৩ নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৬ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০২.২০-১২৯**—রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান/পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো :

আহবায়ক

০১. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

০২. যুগ্মসচিব/উপসচিব, পরিকল্পনা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

০৩. যুগ্মসচিব/উপসচিব, বাণিজ্যিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

০৪. অর্থ বিভাগের উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি

০৫. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক একজন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

০৬. যুগ্মসচিব/উপসচিব, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

০২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদে চেয়ারম্যান/পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত এ বিভাগ

কর্তৃক প্রণীত নীতিমালাটি যাচাই-বাছাই এবং প্রয়োজনবোধে হালনাগাদ করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বরাবর দাখিল করবে।

(২) কমিটি প্রয়োজনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা থেকে উপযুক্ত কোনো কর্মকর্তাকে কো-আপ্ট করতে পারবে।

(৩) বিবিধ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মীনাক্ষী বর্মন
যুগ্মসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২০ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৯.১৪(অংশ-১).২৪৯—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	বড়াশুলা	৪৯	৮৬৪	নড়াইল সদর	নড়াইল
০২	বাঁশগ্রাম	১৭৯	১০৭৩	নড়াইল সদর	নড়াইল
০৩	তালবাড়িয়া	১১৬	১১৩৭	লোহাগড়া	নড়াইল
০৪	কুমরি	১১৮	৩০২৫	লোহাগড়া	নড়াইল
০৫	চাঁদপুর	৩৮	৬৪৭	কালিয়া	নড়াইল
০৬	চুরারগাঁতি	০৭	২৬০	মহম্মদপুর	মাগুরা

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০১২.১৯.২৫০—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	মোট খতিয়ান	সিট সংখ্যা	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	লালমাই পাহাড়	১৮	৪০৮২	১৭টি	৪০৭৩ টি	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ৬৩২৮/২০১০, ৮৩৯৮/২০১১, ৭৪৭৭/২০১৯ ও ৯৫০৪/২০২২ নম্বর রীট দায়ের থাকায় রীট সংশ্লিষ্ট ২৭১৪, ১৬৬৮, ৪১১৩, ২৬২৩, ২১৩৮, ২১৪২, ৩৩৫৩, ৩৯১৮, ৪১৫২ নম্বর মোট ০৯ (নয়) টি খতিয়ান ব্যতিত।

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০১৩.১৫(অংশ-১).২৫১— The Survey Act, 1875 (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	উপজেলা	জেলা
১	মনোহর খাদী	০৯	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
২	গোক্ষুরদী	১২১ (আরএস ১২৭)	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
৩	গোরাপিয়া	১২৫ (আরএস ১৩৪	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ কার্তিক ১৪৩০/২৫ অক্টোবর ২০২৩

নং **০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০০৭.২৩-৫৯**—যেহেতু, শেখ মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান আল মাসউদ (পরিচিতি নম্বর-১৫৯২৬), উপসচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ০৯ মার্চ ২০২৩ হতে ৩০ মে ২০২৩ পর্যন্ত ৮৩ (তিরাশি) দিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন; উক্ত সময়ে তিনি অফিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেননি, তাঁর সাথে যোগাযোগের নিমিত্ত মুঠোফোনে বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি এবং তিনি উক্ত সময়ের জন্য কোনো ধরনের ছুটির আবেদনও করেননি বিধায় উক্ত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা শেখ মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান আল মাসউদ ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ১২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; শুনানিতে তিনি বলেন যে, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি ০৯ মার্চ ২০২৩ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং অসুস্থতার বিষয়টি তিনি তাঁর অনুবিভাগ প্রধানকে অবহিত করেছিলেন; এর মধ্যে ২৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে তাঁকে উপসচিব পদে পদোন্নতি প্রদান করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করা হয় এবং ১১ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে পুনরায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে পদায়ন করা হয়; কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতা ও পারিবারিক সমস্যার কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকায় যথাসময়ে কর্মে যোগদান না করে ৩১ মে ২০২৩ তারিখে যোগদান করেন; যোগদানের পূর্বে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ না করে এবং অফিসের ফোন রিসিভ না করে তিনি ভুল করেছেন-এ জন্য তিনি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী; এবং

০৩। যেহেতু, শুনানিতে উপস্থাপিত উভয় পক্ষের বক্তব্যসহ উক্ত বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; কিন্তু ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি; এবং

০৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত ও প্রমাণিত অভিযোগ 'অসদাচরণ' এর প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) অনুসারে তাঁকে 'তিরস্কার' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

০৫। সেহেতু, শেখ মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান আল মাসউদ (পরিচিতি নম্বর-১৫৯২৬), উপসচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ক) অনুসারে তাঁকে 'তিরস্কার' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ কার্তিক ১৪৩০/০৮ নভেম্বর ২০২৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৪.২৩ (বি. মা.).৪৫৮—যেহেতু, জনাব মেহবুবা ইসলাম (পরিচিতি নং ১৭১৬৫), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আলীকদম, বান্দরবান বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গত ২৪-০৪-২০২২ তারিখ হতে ১৫-১১-২০২২ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আলীকদম হিসেবে কর্মরত থাকাকালে গত ২৩-০৯-২০২২ তারিখে বান্দরবান জেলার আলীকদম উপজেলাধীন চৈক্ষ্যং মডেল হাই স্কুল ও মাংতাই হেডম্যানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত আবাসিক জুনিয়র একাদশ বনাম রেফারপাড়া বাজার একাদশ এর মধ্যকার ফাইনাল খেলা শেষে ট্রফি বিতরণ না করে ট্রফি ছুড়ে ভেঙ্গে ফেলেন যার ফলে প্রশাসনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর শামিল হওয়ায় এ মন্ত্রণালয়ের ১২-০৬-২০২৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৪.২৩ (বি. মা).২৩৪ নং স্মারকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং পত্র প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব দাখিল করার জন্য বলা হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও তাঁকে লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৭-০৮-২০২৩ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ১১-১০-২০২৩ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালে সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা জনাব মো: ফজলুর রহমান (পরিচিতি নং ২০৬৩৮), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), বান্দরবান পার্বত্য জেলা বলেন ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে আলীকদম উপজেলার চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের চৈক্ষ্যং মডেল হাই স্কুল মাঠে আবাসিক জুনিয়র একাদশ বনাম রেফারপাড়া বাজার একাদশের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্ধারিত সময়ে খেলা ২-২ গোলে ড্র হওয়ায় খেলার ফলাফল নির্ধারণের জন্য ট্রাইবেকার হয়, ট্রাইবেকারে রেফারপাড়া বাজার একাদশ বিজয়ী হয়, তারপর বিজিত দল এবং বিজয়ী দলের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ায় বাহির থেকে কিছু উস্কানিদাতা তাদের উস্কানি দিয়ে উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দেয়, তিনি বলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের লোকজন উত্তেজনা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য উস্কানি দিয়েছেন মর্মে জানা যায়, তারপর পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ট্রফি নেওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারী দলকে ডাকার পরও কোনো দল ট্রফি নিতে না আসায় তিনি তাদেরকে ছোট ভাই বলে সম্বোধন করে বলেন ফলাফল যেহেতু তারা মানছেন না সেক্ষেত্রে পুনরায় খেলার আয়োজন করে ট্রফি বিজয়ী দলকে দেওয়া হবে মর্মে প্রস্তাব করেন কিন্তু কোন দলই তাঁর প্রস্তাব মেনে নেয়নি, উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন দুই দলই ট্রফি ভেঙ্গে ফেলার জন্য অনুরোধ জানালে উত্তেজনা প্রশমিত/বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য সবার সম্মতিতে তিনি ট্রফি ভেঙ্গে ফেলেন, তারপর সবাইকে মেডেল প্রদান করেন এবং কোনো বিশৃঙ্খলা না করে সবাই খেলার মাঠ ত্যাগ করেন; এবং

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মেহবুবা ইসলাম (পরিচিতি নং ১৭১৬৫) তিনি তার বক্তব্যে বলেন গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের স্কুলমাঠে আয়োজিত খেলার ট্রাইবেকার পর্ব শেষ হবার পর সমাপনী বাঁশি না বাজিয়ে বিজয়ী দল ঘোষণা করার ফলে উত্তেজিত খেলোয়াড়রা মাঠে বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হয়, এসময় কিছু উস্কানিদাতা তাদের কটুমন্তব্য করায় উভয় পক্ষ মারমুখী হয়ে উঠে এবং তাদের অপমানজনক কথা বলায় তারা কোনো পক্ষই ট্রফি গ্রহণে সম্মত না হয়ে মাঠে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, তখন তিনি আনুমানিক ১৫ মিনিট বক্তব্য প্রদান করে খেলোয়াড়দের শান্ত করার চেষ্টা করেন, খেলায় হারজিত থাকবেই, আগামীতে আবার খেলার আয়োজন করবেন বলে ট্রফি তাঁর কাছে রেখে দেবেন এবং পরবর্তী খেলার দিন প্রদান করবেন ইত্যাদি অপশন/বিকল্প প্রস্তাব দেন, তারা (খেলোয়াড়রা) কোনো কিছু মানতে রাজি হয়নি, তারা জানায় পাশাপাশি এলাকা হওয়ায় যেকোনো দল ট্রফি পেলে সংঘর্ষ বেড়ে যাবে এবং বিরোধ চলমান থাকবে, তিনি বিষয়টি নিষ্পত্তি করে দিলে সংঘাত বিস্তৃতরূপ ধারণ করবে না, তারা শ্লোগান দিতে থাকে 'কেউ পাবেনা, কেউ নিবেনা' যতদিন ট্রফি থাকবে, ততদিন বিরোধ থাকবে এমন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, আয়োজকদের সাথে আলোচনাক্রমে খেলোয়াড়দের দাবীপূরণে, পরিস্থিতি শান্তকরণে এবং সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ প্রতিরোধকল্পে ট্রফি ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল খেলোয়াড়রা শান্ত থাকলে উস্কানীদাতারা সংঘাত ঘটাতে পারবেনা যার ফলে তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন পরিস্থিতি শান্তকরণ, খেলোয়াড়দের সাথে উস্কানী প্রদানকারীদের সংঘাত মারামারি প্রতিরোধে এবং দাবীপূরণের ফলে খেলোয়াড়রা হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে পর্যায়ক্রমে মেডেল গ্রহণ করেন, উল্লসিত জনতা

করতালি দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার প্রেক্ষাপটকে গ্রহণ করে, সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ সরল বিশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিককরণ, খেলোয়াড়দের সহিংসতার প্রতিরোধকরণ এবং সংঘাতের বিস্তাররোধে কার্যটি সম্পাদিত, উদ্ভূত প্রেক্ষাপট এবং পূর্বাপর পরিস্থিতি বিবেচনাকরত: বর্ণিত কার্যক্রমটি ক্ষমাযোগ্য হিসেবে গণ্য করে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য সবিনয় আবেদন জানিয়েছেন; এবং

৫। যেহেতু উভয় পক্ষের বক্তব্য ও নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে আলীকদম উপজেলার চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের চৈক্ষ্যং মডেল হাই স্কুল মাঠে আবাসিক জুনিয়র একাদশ বনাম রেফার পাড়া বাজার একাদশের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়, নির্ধারিত সময়ে খেলা ২-২ গোলে ড্র হয় এবং তারপর খেলার ফলাফল নির্ধারণের জন্য ট্রাইবেকার হয়, টাইব্রেকারে রেফারপাড়া বাজার একাদশ বিজয়ী হয়, তারপর বিজিত দল এবং বিজয়ী দলের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, বাহির থেকে কিছু উস্কানিদাতা তাদের উস্কানি দিয়ে উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দেয়, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের লোকজন উত্তেজনা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য উস্কানি দিয়েছেন, তারপর পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার খেলোয়াড় ও উত্তেজনাকারী সকলকে ছোট ভাই বলে সম্বোধন করে বলেন ফলাফল যেহেতু তারা মানছেন না সেক্ষেত্রে পুনরায় খেলার আয়োজন করে ট্রফি বিজয়ী দলকে দেওয়া হবে কিন্তু কোন দলই তাঁর প্রস্তাব মেনে নেয়নি ফলে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন দুই দলই ট্রফি ভেঙ্গে ফেলার জন্য অনুরোধ জানালে তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য তিনি একপর্যায়ে ট্রফি ভেঙ্গে ফেলেন এবং দাবীপূরণের ফলে খেলোয়াড়রা হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে পর্যায়ক্রমে মেডেল গ্রহণ করেন, সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ সরল বিশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিককরণ, খেলোয়াড়দের সহিংসতার প্রতিরোধকরণ এবং সংঘাতের বিস্তাররোধে তিনি কাজটি করেন, তিনি ট্রফি না ভাংলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত এবং সহিংস রূপ ধারণ করতো মর্মে প্রতীয়মান হয়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে দৃঢ়ভাবে অঙ্গিকার করেছেন;

৬। সেহেতু জনাব মেহবুবা ইসলাম (পরিচিতি নং ১৭১৬৫), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আলীকদম, বান্দরবান বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় একজন নবীন কর্মকর্তা হিসাবে ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাঁকে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ : ০৬ কার্তিক ১৪৩০/২২ অক্টোবর ২০২৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.১৮৫.২৩-৭২৮—বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন, যুক্তরাজ্যে মিনিস্টার (রাজনৈতিক) হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব জনাব নাসরীন মুক্তি (৬৮১৭) গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

০২। জনাব নাসরীন মুক্তি (৬৮১৭) গত ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৩ তারিখে মাগুরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০০১ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন এবং ২৯ অক্টোবর ২০২১ তারিখে সরকারের যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সর্বশেষ বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন, যুক্তরাজ্যে মিনিস্টার (রাজনৈতিক) হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

০৩। জনাব নাসরীন মুক্তি তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ও কন্যা, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

০৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব নাসরীন মুক্তি (৬৮১৭) এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং মৃতের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
সলিসিটর অনুবিভাগ (জিপি/পিপি শাখা)

আদেশ

তারিখ : ২০ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি.

বিষয় : **আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চীফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের প্রসিকিউটর জনাব হৃষীকেশ সাহা'র দাখিলকৃত পদত্যাগ পত্র গ্রহণ প্রসংগে।**

সূত্র : **আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চীফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের ০৯-১০-২০২৩ খ্রি. তারিখের আন্তঃ অপঃ ট্রাইঃ/বিবিধ/প্রসি-১৩/২০১৫/২০৭৫ নং স্মারক পত্র।**

নং সলিঃ/জিপি-পিপি/আঃট্রাঃ-০২/২০১০-১৪৩—উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর চীফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের প্রসিকিউটর কর্তক দাখিলকৃত পদত্যাগের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ বিভাগের বিগত ২৫-০৪-২০১২ ইং তারিখের সলিঃ/জিপি-পিপি/আঃ ট্রাঃ-০২/২০১০-৮২ নং স্মারকমূলে তাঁর নিয়োগাদেশ বাতিলপূর্বক তাঁর পদত্যাগ পত্র সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আব্দুছ ছালাম মন্ডল
সিনিয়র সহকারী সচিব (জিপি/পিপি)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ: ২৪ আশ্বিন ১৪৩০/০৯ অক্টোবর ২০২৩

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৩১.০০-৩৫০**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ মোল্লা, জন্ম তারিখ : ০১-০৩-১৯৮৩ খ্রি. পিতা : মোহাম্মদ মহি উদ্দিন মোল্লা, মাতা : আয়শা বেগম, গ্রাম : শিদলাই, ওয়ার্ড নং-০৭, ডাকঘর-শিদলাই, উপজেলা-ব্রাহ্মণপাড়া, জেলা : কুমিল্লা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার ০২ নং শিদলাই ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ: ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/২১ নভেম্বর ২০২৩

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৯১.৭৩(১)-৪০৮**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ ওমর ফারুক, পিতা-বেলাল হোসেন, মাতা-কামরুন নাহার, গ্রাম-উত্তর মানিকপুর, ওয়ার্ড নং-০৪, ডাকঘর-মানিকপুর, উপজেলা-সেনবাগ, জেলা-নোয়াখালী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার ০৫ নং অর্জুনতলা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/১৯ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি.

নং **৩৭.০০.০০০০.০৯৫.২৭.০২১.২০২২.৬১৫**—যেহেতু, বি. সি. এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রউফ (১৪৮৭০), প্রভাষক (পদার্থবিদ্যা), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা গত ১৯-০৫-২০১৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশ তাঁর বর্তমান কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলেও স্থায়ী ঠিকানা থেকে কারণ দর্শানো নোটিশটি এখনো ফেরত আসেনি। উল্লেখ্য গত ১৮-০৫-২০২০ তারিখে তার অনুপস্থিতকাল ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হয়েছে;

যেহেতু, বি. এস. আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ এ উল্লেখ আছে যে, একজন সরকারি কর্মকর্তা ছুটি অথবা ছুটি ব্যতীত একনাগাড়ে ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিককাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর চাকরির অবসান (Ceases to be in Government employ) হবে;

যেহেতু, বি. এস. আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রউফ-কে চাকরি হতে অবসান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের সাথে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রউফ (১৪৮৭০), প্রভাষক (পদার্থবিদ্যা), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-কে বি. এস. আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী ১৯-০৫-২০১৫ তারিখ হতে সরকারি চাকরি হতে অবসান (Ceases to be in Government employ) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৩৭.০০.০০০০.০৯৫.২৭.০১৫.২০২২.৬১৬**—যেহেতু, বি. সি. এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মাসুম আহম্মেদ (৩৫৩৬), সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা গত ২২-০৮-২০১৪ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশ তাঁর বর্তমান কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলেও স্থায়ী ঠিকানা থেকে কারণ দর্শানো নোটিশটি প্রাপক বাড়িতে না থাকায় ফেরত আসে। উল্লেখ্য গত ২১-০৪-২০১৯ তারিখে তার অনুপস্থিতকাল ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হয়েছে;

যেহেতু, বি. এস. আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ এ উল্লেখ আছে যে, একজন সরকারি কর্মকর্তা ছুটি অথবা ছুটি ব্যতীত একনাগাড়ে ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিককাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর চাকরির অবসান (Ceases to be in Government employ) হবে;

যেহেতু, বি. এস. আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী জনাব মাসুম আহম্মেদ-কে চাকরি হতে অবসান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের সাথে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মাসুম আহম্মেদ (৩৫৩৬), সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-কে বি. এস. আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী ২২-০৮-২০১৪ তারিখ হতে সরকারি চাকরি হতে অবসান (Ceases to be in Government employ) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৩৭.০০.০০০০.০৯৫.২৭.০১৪.২০২২.৬১৭**—যেহেতু, বি. সি. এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মো: আফছার আলী (৯২৬০), সহকারী অধ্যাপক (গণিত), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা গত ২২-০৮-২০১৪ তারিখ হতে অধ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশ তাঁর বর্তমান কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলেও স্থায়ী ঠিকানা থেকে কারণ দর্শানো নোটিশটি প্রাপক বাড়িতে না থাকায় ফেরত আসে।। উল্লেখ্য গত ২১-০৮-২০১৯ তারিখে তার অনুপস্থিতকাল ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হয়েছে;

যেহেতু, বি. এস. আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ এ উল্লেখ আছে যে, একজন সরকারি কর্মকর্তা ছুটি অথবা ছুটি ব্যতীত একনাগাড়ে ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিককাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর চাকরির অবসান (Ceases to be in Government employ) হবে;

যেহেতু, বি. এস. আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী জনাব মো: আফছার আলী-কে চাকরি হতে অবসান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের সাথে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মো: আফছার আলী (৯২৬০), সহকারী অধ্যাপক (গণিত), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-কে বি. এস. আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী ২২-০৮-২০১৪ তারিখ হতে সরকারি চাকরি হতে অবসান (Ceases to be in Government employ) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৩৭.০০.০০০০.০৯৫.২৭.০১৮.২০২২.৬১৮**—যেহেতু, বি. সি. এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মো: আহসান গণি (১২৪৯১), সহকারী অধ্যাপক (রসায়ন), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা গত ১৩-০৫-২০১৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশ তাঁর বর্তমান কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলেও স্থায়ী ঠিকানা থেকে কারণ দর্শানো নোটিশটি প্রাপক বাড়িতে না থাকায় ফেরত আসে।। উল্লেখ্য গত ১২-০৫-২০২০ তারিখে তার অনুপস্থিতকাল ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হয়েছে;

যেহেতু, বি. এস. আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ এ উল্লেখ আছে যে, একজন সরকারি কর্মকর্তা ছুটি অথবা ছুটি ব্যতীত একনাগাড়ে ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিককাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর চাকরির অবসান (Ceases to be in Government employ) হবে;

যেহেতু, বি. এস. আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী জনাব মাসুম আহম্মেদ-কে চাকরি হতে অবসান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের সাথে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মো: আহসান গণি (১২৪৯১), সহকারী অধ্যাপক (রসায়ন), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-কে বি. এস. আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী ১৩-০৫-২০১৫ তারিখ হতে সরকারি চাকরি হতে অবসান (Ceases to be in Government employ) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সোলেমান খান
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
নির্মাণ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২০ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৯.০০.০০০০.১৩১.৯৯.০১৯.২৩-১৫৫**—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন "ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট" শীর্ষক অপারেশনাল প্লান-(ওপি)-এর আওতায় নির্মাণাধীন "ছোট তুলাগাঁও ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র" এর নাম পরিবর্তন করে "ছিদ্দিকুন নেছা ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র" হিসেবে নামকরণ করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি মাধ্যমিক-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/৩০ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৭.০০.০০০০.০৯২.১৫.০০৩.২২-২২৮১**—জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন 'ইসলামপুর জে. জে. কে. এম গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজ'টি ৩০ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ/১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ তারিখ হতে "ইসলামপুর সরকারি জে. জে. কে. এম, গালর্স হাই স্কুল এন্ড কলেজ' নামে সরকারি করা হলো।

২। প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের আত্তীকরণ করা হবে।

৩। আত্তীকৃত শিক্ষক/কর্মচারীর চাকরি বদলিযোগ্য হবে না।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোছা: শাম্মী আক্তার
উপসচিব।